দৈনিক ইনকিলাব

034

তারিখ 0[illegible] APR 1987

পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

শিক্ষা তথ্য ও পরি... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

ঢাকাঃ রবিবার, ২১ চৈত্র ১৩৯৩

নিষ্ঠাবান শিক্ষাবিদ প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ

শামসুল করীম খোকন

অবিভক্ত ভারতের অনগ্রসর মুসলমানদেরকে অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে আলোকের পথে নিয়ে আসার মহান ব্রত একদিন যিনি গ্রহণ করবেন সেই নিষ্ঠাবান মানুষটি ১৮৯৪ সালে টাঙ্গাইলের ভুয়াপুরে জন্ম নিয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যসেবী প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ।

জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকমালা হাতে তিনিই ১৯২৬ সালে করটিয়ার জমিদারদের সহযোগিতায় গড়ে তুলেছিলেন সাদত কলেজ। মেধা, শ্রম ও নিষ্ঠাভরা অন্তর নিয়ে তিনি এ কলেজের জন্মলগ্ন থেকে দীর্ঘ ২২ বছর পর্যন্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে জাগিয়ে তুলেছিলেন অজ্ঞতার অন্ধকার সায়রে নিমজ্জমান মুসলমানদের। শিক্ষাবিদ হিসাবে তাইতো তার প্রধান পরিচয় আমাদের সামনে চির অম্লান হয়ে রয়েছে। তিনি শিক্ষাঙ্গনে দীর্ঘ সময় ব্যয় করে ছাত্রদের যেমন গড়ে তুলেছেন অপূর্ব গুণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে তেমনি শিক্ষার সাথে সাথে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করে শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে বপণ করেছেন সুন্দরের বীজ। করটিয়া সাদত কলেজ তাই তাঁর সুশিক্ষা বিতরণ ও সুদক্ষ পরিচালনায় সংঘাত ও দলাদলিমুক্ত পরিবেশের জন্য সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়।

একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে তিনি দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতেন ও তাদেরকে কলেজের সুনাম সুখ্যাতি বিনষ্ট করার মত কাজকর্ম থেকে বিরত থেকে নিজেদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার জন্য সবসময়ই পরামর্শ দিতেন। তিনি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানকালে যেভাবে ছাত্রদের আকৃষ্ট করে রাখতেন তার দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল। তাঁর জনৈক ছাত্র এ প্রসঙ্গেই তাঁর এক স্মৃতিচারণ লিখেছেন—

"প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ আমাদের ইংরেজী পড়াইতেন। তাঁহার ক্লাসে কোন ছাত্র ফাঁকি দিত না। ক্লাসে ছাত্রদের ধরিয়া রাখিবার তাঁহার আশ্চর্য সম্মোহনী শক্তি ছিল। সেই শক্তি তাঁহার চমৎকার ও হাস্যরসাত্মক ভাষণ ছাড়া আর কিছুই না। ক্লাসে তিনি মৃদু মৃদু হাসিতেন এবং ইংরেজী ক্লাসে বাংলাতেই আমাদের সবকিছু বুঝাইতেন। তিনি নিজের মাতৃভাষা বাংলাকে সেই সময় হইতে প্রাধান্য দিতেন। সেই যুগে ইংরেজীতে কথা বলাই ছিল একটা ফ্যাশন ও ইংরেজী যে বলিতে পারিত সমাজে সেই লোক বাহবা পাইত। কিন্তু ইংরেজীতে এম, এ বি, এল পাস ইংরেজীতে অধ্যাপনায় পারদর্শী ইবরাহীম খাঁকে ইংরেজীতে কথা বলিতে বড় একটা শুনি নাই। তিনি চমৎকার বাংলায় ইংরেজী পাঠ্য পুস্তকের ব্যাখ্যা করিয়া কচিৎ ইংরেজীতে আবার বুঝাইয়া দিতেন। কলেজেও তাঁহার পোশাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত সাদাসিধে ছিল। তিনি পাঞ্জাবী পায়জামা পরিতেন। পাঞ্জাবীর উপর বুকখোলা কোট গায় এবং টুপি পরিধান করিতেন। সব মিলিয়া তাঁহার চেহারা একটি অনাবিল সফলতার সুষমামণ্ডিত ব্যক্তিত্ব ছিল। যাহা দেখিবা মাত্রই যে কোন ব্যক্তির শ্রদ্ধার উদ্রেক হইত।"

ইবরাহীম খাঁ হিন্দু-মুসলমান শিক্ষার্থীদের সমভাবেই বিচার করতেন। ফলে ছাত্রগণও তাঁর কাছে যখন তখন গিয়ে তাদের অভাব-অভিযোগ নির্দ্বিধায় তুলে ধরত। তিনি তাঁদের সব সমস্যা সমাধানে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে কার্পণ্য করেননি কখনো। জানা যায়, তাঁরই প্রচেষ্টায় আঃ রশীদ নামে এক দরিদ্র ছাত্র সফল ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে আত্মনির্ভরশীলতার অনন্য দৃষ্টান্ত পেশ করেছিল। তিনি ছাত্রদের পড়াশুনার সাথে সাথে আত্ম নির্ভরতা অর্জনে উৎসাহিত করতেন ও পরিশ্রম ও শ্রমের মর্যাদা ছাড়া যে উন্নতি সম্ভব নয় তা বুঝাতেন।

প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত সাদত কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত এ পদে নিয়োজিত থেকে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি অমূল্য অবদান রেখে গেছেন। স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সম্পাদনা পরিষদের সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি শিক্ষার্থীদের আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণকারী কোন বই পাঠ্য তালিকাভুক্ত করতে রাজী হননি। ভাল বই-পত্র মনোনীত করে আদর্শ নাগরিক গঠনে জোরালো ভূমিকাই এ থেকে প্রমাণিত হয়। তাঁর নিজের লেখা বহু রচনা ও গ্রন্থ পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়েছে।

তিনি আমৃত্যু সমাজকল্যাণমূলক সংস্থা ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থেকে দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের সদস্যের দায়িত্ব পালনসহ তিনি ভুয়াপুর হাইস্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখেন। তিনি বাংলা কলেজ, বাংলা একাডেমী, কলকাতাস্থ মোমেনশাহী ছাত্র সংঘ, ঢাকাস্থ টাঙ্গাইল মাহফিল। টাঙ্গাইল রায়ত সমিতি, মহাজন বিরোধী সমিতি ও প্রাদেশিক শিক্ষক সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

তাঁর লিখিত নাটক, উপন্যাস, স্মৃতি কথা, ভ্রমণ কাহিনী ও শিশু সাহিত্যের উপর ৯৫টি গ্রন্থ প্রকাশ লাভ করেছে। আরো অনেক পাণ্ডুলিপি অপ্রকাশিত রয়েগেছে। সাহিত্য জগতে মজলুম মানুষের দুঃখ বেদনার চিত্র তুলে ধরে তাদের কল্যাণে তিনি সব সময় উন্মুখ ছিলেন।

এমনিভাবে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ সেবার বৃহৎ পরিমণ্ডলে ৮৪ বছর বিচরণ করার মাধ্যমে তিনি দেশ ও জাতিকে যে আদর্শ দেখিয়ে গেছেন সে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আজকের শিক্ষক সমাজও যদি তাঁদের পদক্ষেপকে আরো সুন্দর করেন তাহলে জাতি শিক্ষাক্ষেত্রের নৈরাজ্য থেকে মুক্তি পাবে নিঃসন্দেহে। ১৯৭৮ সালের ২৯ মার্চ এই মহতী প্রতিভা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন এবং তাঁকে ভুয়াপুরস্থ গ্রামের বাড়ীতে দাফন করা হয়।